১. পথের গল্প

মামার American কম্বল

আমি তখন দিল্লীতে। Pusa র ছাত্র। 1978 এর কথা।

পৌঁছেছিলাম দিল্লীতে ২০ শে অগাষ্ট '78 এ। সে এক মজার গল্প। সেবারে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ৩৫ জন IARI তে interview দিতে গেসল। M.Sc. পড়ার জন্য। কি ক'রে IARI তথা Pusa Institute এ পৌঁছেছিলাম, সে অন্য এক গল্প। পরে ব'লব।

September এ ক্লাস শুরু হোল। হালিসহর গ্রামের (?) ছেলে আমি। বেশী রেস্ত ছিল না। এদিকে শীত পড়তে শুরু কোরেছে। গরম জামা কাপড়ও বিশেষ কিছু নেই। ক্লাস শুরু হ'তেই ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব টের পেতে শুরু কোরলুম।

সিনিয়ররা বললে, লেপের ব্যবস্থা দেখ্। চেনাশুনো দীপকদাকে (দাস) ধরে দেবনগর থেকে তিন বন্ধু মিলে তিনটে লেপ বানিয়েছিলাম। এক একটা ৩৫ টাকা ক'রে। সে আমলে অনেক টাকা। লেপ তো হোল, তোষক নেই যে ! শোব কিসে? কেনার

ক্ষমতাও অত ছিল না বাপু। মা অনেকগুলো মোটা মোটা কাঁথা দিয়েছিলেন সাথে। তাই দিয়ে manage কোরতাম।

আমার মামা থাকতেন C. R. Park এ। উনি দীর্ঘদিন আমেরিকায় ছিলেন। প্রতি রবিবার ডাকতেন আমাকে। যেতুম, গল্পগাছা হোত। খাওয়া দাওয়া, ইত্যাদি।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস কোরলেন, হ্যাঁ রে, তোর গরম পোষাক আষাক আছে তো ? দিল্লীতে কিন্তু ভীষন ঠান্ডা পড়ে। বললাম, আছে। মিথ্যে বললাম, কি কোরব, লজ্জ্বা করে তো। তোর কম্বল আছে ? এবারে না বললাম। কত মিথ্যে বোলব? বললেন, তুই এক কাজ কর। পিছনের store room থেকে একটা কম্বল নিয়ে যা।

সে এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। গরীব ছাত্র। দিল্লীর মত জায়গায় পড়াশুনো কোরতে যাওয়াটায় ধৃষ্টতা। সেখানে একটা জলজ্যান্ত কম্বল। Free। আমেরিকার ! মামার দেওয়া।

কম্বল নিয়ে ৪৭৩ bus ধরে Central Secretariat। তারপর ৭০ নম্বর বাসে Pusa gate। সাইকেল গেটেই রাখা ছিল। তার পিছনে কম্বলটা রেখে সাইকেল চালিয়ে যখন পুসার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সে এক অপার আনন্দ। ব'লে বোঝানো যাবে না।

Shishir hostel এ এসে সাইকেল ভিতরে রাখলাম। Carrier থেকে কম্বল বার ক'রে এক ছুট্টে তিনতলায়। তখন ২৪৬ এ থাকতাম। এসেই দরজা বন্ধ কোরলুম। বিছানায় কাঁথা ছিল, তার নীচে কম্বল পেতে দিলাম। যাতে কেউ দেখতে না পায়।

বিধি বাম। দু'দিন যেতে না যেতেই এক বন্ধু বিছানায় ব'সে বলল, নতুন তোষক বানালি নাকি ? বেশ গদী গদী লাগছে। Hostel এর বন্ধুরা কেউ কারো তোয়াক্কা করে না। যেমন ভাবা, সঙ্গে সঙ্গে বিছানা তুলে দেখা হয়ে গেল। My God, কম্বল ? কোথায় পেলি ? কত দাম ? কোথা থেকে কিনলি ? Karolbagh ?

বললাম, মামা দিয়েছেন। ওরা অনেকেই জানত, আমার মামার কথা এবং ওনার আমেরিকাবাসের গল্প।

দিকে দিকে বার্তা রটে গেল। Like wild fire। এ ছেলেটার কাছে আমেরিকার কম্বল আছে। মামা দিয়েছে। আমেরিকার মামা।

সিনিয়র দাদা Thesis জমা না ক'রেই চাকরী join কোরে ফেলেছিলেন। Guide এর নির্দেশে হঠাৎ আবির্ভাব তার। জানুয়ারীর দিল্লী। ভোর পাঁচটা। দরজায় করাঘাত। কিছুক্ষন শুনলাম। পাশ

ফিরে আবার শুয়ে প’ড়লাম । আমি sure ছিলাম hostel এর কোনো student এ অসময়ে বিরক্ত কোরবে না ।

বারবার দরজায় ধাক্কা । বিরক্তির একশেষ । দরজা খুলে ভয়ংকর কিছু একটা ব’লব বলে নিজেকে তৈরী করছি । থমকে গেলাম । আমি এসেছি বিশেষ কাজে । নীচে একটা room নিয়েছি । সাথে কিছু নেই । ভীষন ঠান্ডা ।অমুকের কাছে চাইতে গেছিলাম ।বলল, তোমার কাছে extra কম্বল আছে ।

জানুয়ারীর শীতের ভোরে আমার extra (?) কম্বল দিয়ে দিলুম । কাঁথায় শুয়ে শুয়ে বোধ হোল এটায় আমার কপাল । মনে মনে সেই অমুকের মুন্ডপাত ক’রতে ক’রতে ঘুমিয়ে প’ড়লাম ।

Senior student দের interview লেগেই থাকত । বাস হোক , ট্রেন হোক প্রত্যেকের নজর ছিল আমার মামার কম্বলের উপর । Hostel এ না বলা যায় না । At least আমি পারিনি ।

মামার American কম্বলের অন্যদের শীতকালীন প্রবাসে বন্ধুদের সাহায্য করার এই পৌনঃপুনিকতার থেকে একেবারেই রেহাই পাইনি ।

মনে মনে এরকমটায় যখন ভাবছি ঠিক সেই সময় এই ঘটনাটা ঘটে গেল ।

একজন senior student এর শারীরিক অসুস্থতা ছিল । হঠাৎই বাড়ী যাওয়ার দরকার হোল । শীতকাল । ট্রেন জার্নী । তখন আমরা ছাত্ররা second class এ যাতায়াত কোরতাম । যতদূর মনে পড়ে student concession নিয়েও দিল্লী-হাওড়ার টিকিটের দাম পড়ত ৬৫ টাকা । সে যাই হোক ।

Senior দাদা যাবেন । ট্রেনে ঠান্ডা লেগে যাবে যে ! কি উপায় ? কেন, হাতের কাছে American কম্বল আছে তো ! দিতে হোল । আমার অবশ্য শর্ত ছিল use করার পরে dry cleaning ক'রে ফেরৎ দিতে হবে

কেউ কোরত না । ও খরচাটা আমাকেই করতে হোত ।

দাদা hostel এ ফিরে এসে কম্বলটা ঘরে পৌঁছে দিলেন । জিজ্ঞেস কোরলাম, কেমন হোল journey ? ভালোই হোল, তবে তোর মামার American কম্বল ট্রেনে খুব বিপদে ফেলেছিল । কারনটা উনি বিস্তারিতভাবে ব'ললেন ॥

রাতের ট্রেন চলেছে Uttar Pradesh এর উপর দিয়ে। জানুয়ারীর ঠান্ডা। ট্রেনের জানলা সব বন্ধ। দাদা সবে কম্বলটা মাথার কাছে জানলাতে যে ফুটোটা ছিল সেটা বন্ধ করার জন্য লাগিয়েছে। আধঘন্টা পরে পুরো compartment গরম হয়ে গেছে। এত গরম যে লোকজন পাখা চালিয়ে দিতে বাধ্য হোল। অনেকে জানলা খুলে দিল। এত গরম হোল কি ক'রে !

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। শেষে দাদাকে জিজ্ঞেস কোরল, জানলাতে ওটা কি গুঁজেছেন ? বলল, মামার American কম্বল। এক্ষুনি নামান ওটা। আপনার ব্যাগের মধ্যে রেখে tight কোরে chain লাগিয়ে দিন।

দাদা বলেন, ততক্ষনে আমিও ঘেমে নেয়ে একসা। শেষে সবার কাছে ক্ষমা চাইলাম।কম্বল ব্যাগে রাখার পরে ট্রেনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল।

এ খবরটা hostel এ প্রচার হ'তে সময় লাগেনি।

এরপরে আমার মামার American কম্বল আর কেউ চাইতে আসে নি। Never।

তাপস ভট্টাচার্য

নাগপুর, মহারাষ্ট্র

১৬..০৪..২০২৪

তাপস ভট্টাচার্য